দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

MAR. 17 2002

দ্বিতীয় প্রকৌশলী
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেতন বৈষম্য

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা সবচেয়ে অবহেলিত। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। বেসরকারি কলেজ ও সমপর্যায়ের মাদ্রাসার প্রভাষকগণ ৮ বছর পর ৪ হাজার ৩শ' থেকে কেউ ৬ হাজার ১শ' ৫০ টাকা আবার কেউ ৭ হাজার ১শ' টাকা স্কেলে বেতন পান। অথচ সরকারি কলেজে সহযোগী অধ্যাপক ১০ হাজার ৭শ' এবং অধ্যাপক ১১ হাজার ৭শ' স্কেলে বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন; কিন্তু বেসরকারি কলেজে প্রভাষক-গণের সর্বোচ্চ পদই সহকারী অধ্যাপক।

সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ ৭ হাজার ২শ' এবং স্নাতকোত্তর পাস অথবা স্নাতক, বিএড সহকারী শিক্ষকগণ ৩ হাজার ৪শ' স্কেলে বেতন পান। অবশ্য স্নাতকোত্তর পাসদের ৫ বছরের মধ্যে বিএড প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এদিকে বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সরকারি স্কুলের প্রধানের সমযোগ্যতা স্নাতকোত্তর বিএড অথবা এমএড ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণ ৬ হাজার ১শ' ৫০ টাকা স্কেল এবং স্নাতকোত্তর পাস সহকারী শিক্ষকগণ ২ হাজার ৫শ' ৫০ টাকা স্কেলে বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। বেসরকারি হাইস্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ থাকলেও এ পদের জন্য আলাদা কোন স্কেল নেই। তারা একজন সিনিয়র সহকারী শিক্ষকের মতো ৪ হাজার ৩শ' টাকা স্কেলে বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন।

সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারিগণ সরকারি বিধি মোতাবেক বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ৩শ', বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, দুইটি বোনাস; ৮/১২/১৫ বছরে ৩টি টাইম স্কেল পেয়ে থাকেন। আর বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারিগণ বাড়ি ভাড়া পান ১শ' টাকা, চিকিৎসা ভাতা ১শ' ৫০ টাকা, ইনক্রিমেন্ট একটি, উৎসব ভাতা নেই। বেসরকারি হাইস্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারিগণ এবং কলেজের কর্মচারিগণ সারাজীবনে মাত্র একটি টাইম স্কেল পেয়ে থাকেন। এটা মোটেই সমীচীন নয়। তাদের ৮/১২/১৫ বছরে ৩টি টাইম স্কেল প্রদান করা উচিত। একযোগে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা সম্ভব নয়। তবে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লিখিত একশত ভাগ বেতন-প্রদানসহ অন্যান্য সমস্যা পর্যায়ক্রমে সমাধান করা সম্ভব।

এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের একশত ভাগ বেতন প্রদানসহ সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাক্রমে প্রারম্ভিক স্কেল, টাইম স্কেল, বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা সংক্রান্ত বৈষম্য অনতিবিলম্বে দূর করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

ভূপাল চন্দ্র প্রামাণিক (নীতিশ)
এমএ (ডবল), বিএড কাব্যতীর্থ
সহ-শিক্ষক, চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়
সিংড়া, নাটোর।